দৈনিক বাংলা

0 006

তারিখ ... 12.12.85
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম ... 5

ওস্তাদ মীর কাশেম খানের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রখ্যাত সেতার বাদক ওস্তাদ মীর কাশেম খান গতকাল ভোর চারটা দশ মিনিটে হলি ফ্যামিলি রেডক্রস হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬। তিনি অনেক জটিল রোগে ভুগছিলেন।

গতকাল বাদ আসর মরহুমের নামাজে জানাজা মতিঝিল কলোনীর পীরজঙ্গী মাজার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। তাকে বনানী কবর স্থানে দাফন করা হয়েছে।

ওস্তাদ মীর কাশেম খানের মৃত্যু সংবাদ রাজধানীর সঙ্গীত রসিকদের ব্যথিত করে। শিল্পী, গুণগ্রাহীরা তাঁকে শেষ বারের মত দেখার জন্যে মতিঝিলের বাসভবনে ছুটে যান।

তথ্যমন্ত্রী জনাব শামসুল হক, তথ্য সচিব জনাব মনযুর-উল-করীমসহ রেডিও, টিভি ও চলচ্চিত্রের অনেক শিল্পী, কর্মী ও গুণগ্রাহী তাঁর বাসভবনে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ওস্তাদ মীর কাশেম খান

প্রেসিডেন্টের শোক

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ উপমহাদেশের প্রখ্যাত সেতার বাদক ওস্তাদ মীর কাশেম খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। খবর বাসস।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্টের শোক

(প্রথম পৃঃ পর)

মঙ্গলবার এক শোক বার্তায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, প্রখ্যাত সেতার বাদক মরহুম মীর কাশেম খান ছিলেন দেশের সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক বিরল প্রতিভাকে হারালো এবং এর ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা পূরণ হবার নয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করেন।

সুলতান মাহমুদ

ওস্তাদ মীর কাশেম খানের মৃত্যুতে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও শিল্পমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় তিনি বলেন, খ্যাতনামা সেতার বাদক ওস্তাদ মীর কাশেম খানের মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, সকল সঙ্গীতামোদীর হৃদয়ে তা এক গভীর ছাপ রেখে যাবে।

তিনি মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

শামসুল হক

তথ্যমন্ত্রী জনাব মোঃ শামসুল হকও ওস্তাদ মীর কাশেম খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

মঙ্গলবার এক শোকবার্তায় তথ্যমন্ত্রী ওস্তাদ মীর কাশেম খানকে মহান সেতার বাদক বলে অভিহিত করে বলেন, আমাদের রাগ সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

মন্ত্রী মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।

ইন্তেকাল

(১-এর পৃঃ পর)

আইন প্রশাসক গত ৭ই ডিসেম্বর ওস্তাদ মীর কাশেম খানকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন।

বিশ্বখ্যাত সঙ্গীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মীর কাশেম খান ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে বিশ্বের বহু দেশ সফর করেন।

ওস্তাদ মীর কাশেম খান একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালকও ছিলেন, তাঁর সুরারোপিত অনেক গান রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সামান্য ক্ষতি, আনারকলি, বিচার, কাঞ্চন মালা ইত্যাদি নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত রচনা করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশন ১৯৭৬ সালে তাঁকে জাতীয় টেলিভিশন পুরস্কারে সম্মানিতে করে। ১৯৭৮ সালে তিনি শিল্পকলা একাডেমী স্বর্ণপদক, ১৯৮৪ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

রেডিও বাংলাদেশ-এর উপ-প্রধান সঙ্গীত পরিচালক ওস্তাদ মীর কাশেম খান ছিলেন জাগো আর্ট সেন্টারের সঙ্গীত পরিচালক ও সঙ্গীত শিক্ষক।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ওস্তাদ মীর কাশেম খানের একটি লং প্লে ও জীবনী গ্রন্থ বের করবে। গতকাল অনুষ্ঠিত এক শোক সভায় একথা ঘোষণা করা হয়।

ছায়ানট, রেডিও বাংলাদেশ নিজস্ব শিল্পী সংস্থা, বাংলাদেশ গীতিকবি সংসদ, ঢাকা কেন্দ্রীয় লায়ন্স ক্লাব ওস্তাদ মীর কাশেম খানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছে।